যুগান্তর

তারিখ ... MAR. 04 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঝিনাইদহে ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীর দ্বিতীয় দফা ডাক্তারি পরীক্ষা

ঘটনার মোড় ভিন্নখাতে নেয়ার জন্য একটি মহল মরিয়া

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ জেলা শহরের খাজুরা গ্রামের ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীকে গতকাল রোববার দ্বিতীয় দফা ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়েছে। এর আগে গত শনিবার ভিকটিম ও তার পিতা ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে ধর্ষক ও ডাক্তারি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডা. দুলাল কুমার চক্রবর্তীর বিচারের দাবিতে গায়ে পেট্রোল ঢেলে সেচ্ছায় আত্মাহুতির চেষ্টা করে। যে কারণে তড়িঘড়ি করে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্য সদর হাসপাতালের গাইনি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. শামীমা সুলতানাকে সভাপতি করে তিন সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। এদিকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনার মোড় ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য বিশেষ একটি মহল মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপরদিকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি করা ভিকটিমের প্রথম ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট গতকাল দুপুর ৩টা পর্যন্ত সিভিল সার্জন ও সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়নি। এই রিপোর্টে ধর্ষিতা নবম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীকে প্রতারিত করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে খাজুরা গ্রাম থেকে ধর্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদিস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সোয়েবুর রহমানকে (খোকন) গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে ধর্ষণের আলামতসহ ভিকটিমকে ওইদিনই সদর হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য হাজির করা হয়। ডা. দুলাল কুমার চক্রবর্তী উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই দিন পরীক্ষা না করে পরের দিন ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা করে। অভিযোগ করা হয় ধর্ষক প্রভাবশালী এবং বিত্তশালী হওয়ায় চিহ্নিত মহলকে দিয়ে এই ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট তাদের পক্ষে নিতে সক্ষম হয়। গত শনিবার দরিদ্র পরিবারের ভিকটিম বিষয়টি জানতে পেরে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতির ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় প্রেসক্লাব ভবন চত্বরে পেট্রোলসহ হাজির হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ভিকটিম ও তার পিতাকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে যায়। ঘটনাটি গোটা অঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবিএম শাহজাহান ও পুলিশ সুপার মঞ্জুর কাদের খান সিভিল সার্জনকে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। সিভিল সার্জন গত শনিবার রাতে ডা. শামীমা সুলতানাকে সভাপতি করে এবং ডা. রাশিদা সুলতানা ও ডা. বশিরুল আলমসহ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করেন। সিভিল সার্জন ডা. মঈন উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, প্রথম ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে ভিকটিমের দ্বিতীয়বারের মতো মেডিকেল টেস্ট করানো হচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন, প্রথম রিপোর্টটি ঘটনার আটদিন পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার দফতরে পাঠাননি। ডা. শামীমা সুলতানা সাংবাদিকদের জানান, হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে ভিকটিমের দ্বিতীয় দফা ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ধর্ষণের আটদিন অতিবাহিত হলেও আলামত পাওয়া সম্ভব। তবে তিনি এর বেশি মন্তব্য করতে রাজি হননি। আজ দ্বিতীয়বারের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া হবে বলে মেডিকেল বোর্ড সূত্রে জানা যায়। মামলা তদন্তকারী এসআই জানিয়েছেন, ভিকটিমকে প্রকৃত অর্থে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং পুলিশ এর আলামত সংগ্রহ করেছে। ডাক্তারি পরীক্ষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় মামলাটির তদন্ত কাজে অগ্রগতি হচ্ছে না। জেলার বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতি সংগঠন ধর্ষকের বিচার ও শাস্তি দাবি করেছে। সেই সঙ্গে মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে তালবাহানা করায় জড়িত ডাক্তার দুলাল কুমার চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।